

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



“তারুণ্যের উৎসব-২০২৫” উদযাপন উপলক্ষ্যে “গ্রাহক সেবা পক্ষ” পালন
বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ অনুষ্ঠান
প্রধান অতিথি: জনাব এস. এম. মুস্তাফিজুর রহমান



বিএনএফ এর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদানে



ড. দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব ড. দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে যোগদানের পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এ বিশ্ব ব্যাংক উইং, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক উইং, মধ্যপ্রাচ্য অধিশাখাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর এবং যুক্তরাষ্ট্রের উইলিয়ামস কলেজ হতে ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সের উপর দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হতে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লি. (UBICO)-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ১৪ জুলাই ২০২৫ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এর কনফারেন্স রুমে বগুড়া জেলায় কর্মরত বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি



বগুড়া জেলায় সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ। সভাপতিত্ব করেন ড. এ. কে, এম অলি উল্যা, মহাপরিচালক, আরডিএ।

হিসেবে যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আরডিএ এর মহাপরিচালক ড. এ. কে, এম অলি উল্যা। সভায় সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করে বাস্তবায়িত কর্মসূচি বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীগণের জীবনমানে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে তা বর্ণনা করেন। সভার সভাপতি ড. এ. কে, এম অলি উল্যা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।



বগুড়া জেলায় সহযোগী সংস্থা গ্রুপ সোসাইটি কর্তৃক গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে গাভি বিতরণ করছেন বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, শাজাহানপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা।

চেয়ারম্যান ১৫ জুলাই শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল নামক গ্রামে সহযোগী সংস্থা 'গ্রুপ সোসাইটি' এর কার্যালয়ে বিএনএফ এর অর্থায়নে

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. দেলোয়ার হোসেন, যুগ্মসচিব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

গাভি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ তাইফুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জনাব ফিরোজ আহমেদ খান ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধুব সোসাইটি এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সাবিনা ইয়াসমিন। সভায় দরিদ্র পরিবারের ১৪ জন নারীর মাঝে ১৪টি গাভি বিতরণ করেন।

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক



মাগুরার বাস্কো ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডায়াবেটিস প্রতিরোধে লাল/ব্রাউন চাল বিতরণ করছেন বিএনএফ এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাগুরা জেলার 'বাস্কো ফাউন্ডেশন' নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধে লাল/ব্রাউন চালের ব্যবহার এবং শারীরিক সুস্থতায় বিষমুক্ত খাদ্য অপরিহার্য কার্যক্রমের আওতায় লাল/ব্রাউন চাল বিতরণ করছেন।

তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর বিনাইদহ জেলার 'সেভ-বিনাইদহ' নামক সহযোগী কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন এবং উপকারভোগীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২৪ আগস্ট বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ফরিদপুর জেলার 'পুণ্ডর ওয়েলফেয়ার



ফরিদপুর জেলার পিডব্লিউও কর্তৃক রিকশা বিতরণ অনুষ্ঠানে রিকশা চালকগণের মাঝে রিকশা বিতরণ করছেন বিএনএফ এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও)' কর্তৃক বাস্তবায়িত দরিদ্র রিকশা চালকগণের মাঝে বিনামূল্যে রিকশা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে ৭ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৭টি রিকশা বিতরণ করেন।

তিনি ২৫ আগস্ট ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় কর্মরত 'দুমাউস' নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক ৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণকৃত ৫টি গরু সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীগণের সাথে কথা বলে যত্নসহকারে গরু লালন-পালনের মাধ্যমে নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের পরামর্শ প্রদান করেন।



ঝালকাঠি জেলার দুমাউস কর্তৃক বাস্তবায়িত গাভি পরিদর্শনে বিএনএফ এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ২৬ আগস্ট ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার 'নলছিটি মডেল সোসাইটি' নামক সহযোগী সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে ১০ জন দরিদ্র মহিলার মাঝে ১০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করে। বিতরণকৃত ১০টি সেলাই মেশিন পাওয়া উপকারভোগীগণের সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিদর্শন

জনাব সুবাস চন্দ্র হালদার
(প্রাক্তন ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক পিএলসি)
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা, বিএনএফ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি এদেশের দরিদ্র, হতদরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ওয়াটার ও স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অসাম্য ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিএনএফ এবং তার সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সমস্যা চিহ্নিত করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় দেশের দরিদ্র, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়াসহ তাদের আর্থিক উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে।



কুড়িগ্রাম জেলার সহযোগী সংস্থা সলিডারিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা জনাব সুবাস চন্দ্র হালদার।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় কুড়িগ্রাম জেলা শহরে অবস্থিত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা 'সলিডারিটি' ১০ম পর্যায়ে 'ভেড়া পালন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার ভাঙ্গামোড় ইউনিয়ন অধীন ছোট কামাত গ্রামের ১৫ জন দরিদ্র, অসহায়, দুগ্ধ মহিলা উপকারভোগীর অনুকূলে সর্বমোট ৫৭টি মা ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে।



বিএনএফ এর অনুদানে কুড়িগ্রাম জেলার সলিডারিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত ভেড়া পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণের একাংশ

১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে সহযোগী সংস্থা সলিডারিটি পরিবীক্ষণ সম্পর্কীয় যাবতীয় অফিসিয়াল রেকর্ডস/দলিলাদি/কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রাথমিক ধাপে সংস্থা কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে জরিপ করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ তারিখে ১৫ জন উপকারভোগীর প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে ও তাঁদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলা হয়েছে। তাঁদের অনুকূলে ভেড়া বিতরণ করার ফলে তাঁরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে কিরূপ উপকৃত হয়েছেন সে সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।



বিএনএফ এর অনুদানে কুড়িগ্রাম জেলার সলিডারিটি কর্তৃক বাস্তবায়িত ভেড়া পালন কর্মসূচি পরিবীক্ষণের একাংশ

পরিবীক্ষণ তারিখে উপকারভোগীগণের মধ্যে বিতরণকৃত ৫৭টি ভেড়া মোট ৩৪টি বাচ্চা দিয়েছে, মোট ভেড়ার সংখ্যা ৯১টি এবং ১৭টি ভেড়া গর্ভবতী। উপকারভোগীগণ ভবিষ্যতে সাংসারিক নানাবিধ প্রয়োজনে ভেড়াগুলো বিক্রয় করলে তা তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থানকে সুসংহত করবে। ভেড়া পালন অতি দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় বিধায় এ কর্মসূচি পরোক্ষভাবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়ন, জীবনমান উন্নয়ন এবং আর্ত-মানবতার সেবার মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ অর্জনের অভিযাত্রায় সহস্রাধিক সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দারিদ্র্যবিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী 'তারুণ্যের উৎসব ২০২৫' উপলক্ষ্যে জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন/পালন করেছে।

জুলাই তারুণ্যকে উজ্জীবিত করতে র্যালি :



জুলাই তারুণ্যকে উজ্জীবিত করতে মানিক মিয়া এভিনিউএ বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে বিএনএফ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক ৫ আগস্ট ২০২৫ দুপুরে র্যালি

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ পালন উপলক্ষ্যে জুলাই তারুণ্যকে উজ্জীবিত করতে ৫ আগস্ট ২০২৫ র্যালির আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ দুপুর ১:০০ ঘটিকায় ঢাকার তেজগাঁওস্থ নভোথিয়েটারের সামনে সমবেত হন। সেখান থেকে র্যালি করে মানিক মিয়া এভিনিউএ সংসদ ভবনের সামনে যান।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি :



জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএনএফ এর সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে ‘জুলাই পুনর্জাগরণ’ ও ‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৬ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সংস্থার অফিসের আড়িনা, উন্মুক্ত স্থানে রোপণের জন্য প্রায় ১৮০০০ ফলজ, বনজ ও ঔষধি চারা বিতরণ করা হয়।

‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা ও অনুদান প্রদান সভা :

জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ পালন উপলক্ষ্যে জুলাই তারুণ্যকে উজ্জীবিত করতে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সভাপতিত্বে ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আলোচনা ও অনুদান প্রদান সভা আয়োজন করা হয়।



তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনার অংশ বিশেষ



তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

উক্ত সভায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিএনএফ এর কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’ উদযাপনের লক্ষ্যে তরুণদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী জগতকরণ এবং সমাজের উন্নয়নে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়ে উপস্থাপন করেন জনাব মোস্তফা কামাল ভূঞা, উপমহাব্যবস্থাপক, বিএনএফ। সভায় উপস্থিত সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, মাদক প্রতিরোধ ও পাঠাগার তৈরি :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় সকল সহযোগী সংস্থাকে ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুক প্রথা রোধ, মাদক প্রতিরোধ ও পাঠাগার তৈরি বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তরুণদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সিরাজগঞ্জ জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন’কে ৪০ জন তরুণ উপকারভোগীকে কম্পিউটার বিষয়ে (আউটসোর্সিং) প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

তরুণ উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সাতক্ষীরা জেলার সহযোগী সংস্থা অগ্রগতি সংস্থাকে ১৫ জন তরুণ উপকারভোগীকে মোবাইল সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে এবং রাজশাহী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা’কে ২৫ জন তরুণ উপকারভোগীকে বিশেষ করে বেকার যুবকদের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেইনেন্স বিয়য়ক দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ঢাকা জেলার সহযোগী সংস্থা 'রিসডা-বাংলাদেশ'কে ১০ জন তরুণ উপকারভোগীকে দক্ষতা উন্নয়ন কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

স্কুলগামী মেয়েদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর রংপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'সোস্যাল ইকুয়ালিটি ফর ইফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট (সীড)'কে ৩৬ জন স্কুলগামী মেধাবী ছাত্রীকে ৩৬টি বাইসাইকেল বিতরণ করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'পুওর ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (পিডব্লিউও)'কে ২১ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ :

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা 'ডেভেলপমেন্ট অব হেলথ এন্ড এগ্রিকালচার রিহ্যাবিলিটেশন এডভান্সমেন্ট (ধারা)' ও নড়াইল জেলার সহযোগী সংস্থা 'আলোর দিশা মহিলা উন্নয়ন সমিতি'কে ৩২ জন দরিদ্র উপকারভোগীকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ করার জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



বিএনএফ এর অনুদানে যশোর জেলার পিপিএস কর্তৃক বাস্তবায়িত বাঁশ দিয়ে মোরগ-মুরগি রাখার ঝাপি তৈরি করছেন অরবিন্দ দাস।

অনুদানের অর্থে ঘুরে দাঁড়াতে থাকে হতদরিদ্র পরিবারগুলো। পিপিএস প্রতিটি পরিবারকে মাসে বিনামূল্যে ৭টি করে তাল্লা বাঁশ উপকরণ হিসেবে দশ মাসে ৭০টি বাঁশ প্রদান করে। প্রতিটি উপকারভোগীকে ৭০টি বাঁশ, একটি দা এবং একটি কাঠের পিঁড়ি প্রদান করে। উপকারভোগীগণ এ সকল উপকরণ সহযোগিতা পেয়ে গ্রামের কৃষি পরিবারের ব্যবহার্য ঝুড়ি, ডালা, কুলো, টেপারী, ডোল, টোকা, চালন, চাটাই/চাচ পণ্য তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করেন। এদিকে বেকারত্ব লাঘব অপরদিকে সংসারের অবস্থা কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। বাপ-দাদা পূর্বপুরুষের পেশায় আঁকড়ে থাকতে পেরে উপকারভোগীগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সাথে সাথে পরিবেশ বান্ধব কুটির শিল্প ফিরিয়ে আনতে সক্ষম ও দেশ জনপদের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।

এদেরই একজন ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসারা ইউনিয়নের গাবুরাপুর গ্রামের অরবিন্দ দাস (৫৫) পাঁচ সদস্য নিয়ে তাঁর সংসার। দারিদ্র্য তাঁর পিছু ছাড়েনি। সংসার নির্বাহ করাই ছিল দুঃসাহ্য। কিন্তু কুটির শিল্পের উপকরণ বিনামূল্যে বাঁশ পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায়, স্বাবলম্বী হতে থাকে, স্বপ্ন দেখে হতদরিদ্র পরিবারটি। তাঁর ১০ বছরের শিশু সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করবে। স্কুলে পাঠায় সরকারি কোন বিদ্যালয় না, ভর্তি করে দেয় কিডারগার্টেন স্কুলে। যেখানে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীকে মাসে ৪০০ টাকা বেতন দিতে হয়, যা ছিল অরবিন্দের কল্পনার বাইরে, তা এখন হাতের মুঠোয়। পিপিএস ২০২২ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করে। বিনামূল্যে উপকরণ পেয়ে স্বপ্ন পূরণে শিশু সন্তান হৃদয়কে মানুষের মতো মানুষ করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে পরিবার প্রধান। তিনি মাসে ১৮/২০ হাজার টাকা উপার্জন করে থাকেন। একজন আর্থিক সচ্ছল পরিবারের পাশাপাশি হৃদয়ও শিক্ষার সুযোগ নিতে সক্ষম হয়েছে। কষ্ট হলেও পিতা-মাতার মুখে হাসি-খুশি।

সাফল্যগাথা

বাঁশ শিল্পের হারানো গাঁৱব ফিরিয়ে আনতে ও দারিদ্র্যবিমোচনের উদ্যোগ

পূর্বপুরুষের পেশা আর্থিক সংকটে যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন পাশে এসে দাঁড়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংগঠন 'পল্লী প্রগতি সংস্থা (পিপিএস)'। উপকৃত হয় কিছু পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র পরিবার। ঐতিহ্য ফিরে আসে বাঁশের তৈরি কুটির শিল্প। যুগের বিবর্তনে প্লাস্টিক পণ্য বাঁশ শিল্পকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আর্থিক অনটনে হতাশায় ভুগছিল যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার পানিসারা ইউনিয়নের গাবুরাপুর ও নিবাসখোলা ইউনিয়নের কানাইরালী গ্রামের ঋষি সম্প্রদায়ের কিছু পিছিয়ে পড়া পরিবার।

হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে এবং আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পিপিএস বিএনএফ এর ২,৭৫,০০০/- টাকা অনুদানে এক বছরের প্রকল্পটি গ্রহণ করে। পিপিএস ১৩তম পর্যায় ১৮ জনকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে সহযোগিতা প্রদান করে। তাঁরা বাপ-দাদার পুরনো পেশায় আত্মনিয়োগ করে স্বাবলম্বী হতে থাকে।

দিনাজপুরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণকে বকনা বাছুর প্রদান



বিএনএফ এর অনুদানে এসইউপিকে কর্তৃক প্রদানকৃত গাভি, গাভির বাছুর ও দিনাজপুরের লক্ষী টুডু

দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংগঠন ‘সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এসইউপিকে)কে ২০২০ সালে অষ্টম পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে বিনামূল্যে গাভি বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৩ লক্ষ টাকার অনুদান প্রদান করে।

অনুদানের অর্থে সহযোগী সংগঠন সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের গড়মল্লিকপুর (সাঁওতালপাড়া) গ্রামে দরিদ্র সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ১০টি পরিবারের ১০ জন স্বামী পরিত্যক্তা/বিধবা মহিলা উপকারীভোগীকে বিনামূল্যে ১০টি গাভি প্রদান করে।

এ ১০টি পরিবারের একটি হল গড়মল্লিকপুরের স্বামী পরিত্যক্তা লক্ষী টুডু (তালমাই)। তাঁর স্বামী গণেশ হেমরম নেশাহ্রস্থ। নেশাহ্রস্থ হওয়ায় তেমন কোন কাজ করেন না। অভাবের এ সংসারে স্বামী গণেশ হেমরম গর্ভবতী লক্ষী টুডুকে বাড়ি থেকে মার-ধর করে তাড়িয়ে দেন। লক্ষী টুডু বাবার বাড়িতে চলে আসেন। কিছুদিন পর একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়। নাম রাখেন আশা হেমরম।

লক্ষী টুডু অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে জীবনযাপন করতেন। লক্ষী টুডু অন্যের জমিতে কৃষি কাজ করেন। তিনি মেয়েকে ইটুয়া আদিবাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। আশা ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী। অর্থের অভাবে মা মেয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারেন না।

লক্ষী টুডুকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে সহযোগী সংগঠন সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে বিনামূল্যে গাভি বিতরণ কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। সমাজ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র লক্ষী টুডুকে ২০২০ সালে ২২,০০০/- টাকা মূল্যের একটি বকনা বাছুর প্রদান করে। সহযোগী সংগঠনের কর্মকর্তাগণের পরামর্শে গরু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শে গরু যত্নসহকারে লালন-পালন করে থাকেন। প্রথম বছরে একটি এড়ে বাছুর জন্ম হয়, দ্বিতীয় বার আরো একটি এড়ে বাছুর জন্ম হয়। গাভি

বাচ্চা দেওয়ার পর থেকে প্রতিদিন ২-৩ কেজি দুধ দিয়ে থাকে। নিজেরা খাওয়ার জন্য দুধ রেখে বাকি দুধ বিক্রি করে পরিবারের প্রয়োজন মেটান ও গরুর খাবার কিনে থাকেন। দুধ বিক্রি করে লক্ষী টুডু কিছু টাকা সঞ্চয় করেন।

লক্ষীর মেয়ের বয়স ১০ বছর। সে এখন ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী। মায়ের স্বপ্ন আশাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। লক্ষীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এড়ে বাছুর বড় করে কোরবানির সময় বিক্রি করে নিজের মাথা গুজার ঠাই করার জন্য জমি কিনবেন। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিনামূল্যে পাওয়া একটি বকনা বাছুর লক্ষী টুডুর স্বপ্ন পূরণে পথ দেখিয়েছে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। লক্ষী টুডু গাভি পালনের সাফল্য দেখে গ্রামের সাঁওতাল নারী-পুরুষ গাভি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

বিএনএফ হতে ছাগল পেয়ে অভাব ঘুচেছে রাজবাড়ীর শেফালী রাণীর



রাজবাড়ীর শেফালী রাণী ও তাঁর ছাগল

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর রাজবাড়ী জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা’ নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে ছাগল পালন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টাকে ২০২১-২২ সময়কালে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। প্রাপ্ত অনুদানে বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়নে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা হতদরিদ্র ২০ জন নারী পুরুষকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে।

সংস্থাটি প্রাপ্ত অনুদানের অর্থে বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা হতদরিদ্র নারী পুরুষকে জরিপ করে ২০ জন উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে। উপকারভোগী নির্বাচন করতে যেয়ে প্রমুদ চন্দ্র বিশ্বাসের স্ত্রী শেফালী রাণীকে নির্বাচিত করে। শেফালী রাণীর স্বামী একজন দিনমজুর। শেফালী রাণী অন্যের বাড়িতে কাজ করতেন। আট বছর ও তিন বছরের দুই সন্তান নিয়ে কোনমতে দিন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছিল। থাকার জন্য শেফালী রাণীর শ্বশুরের দেওয়া একটুখানি ঘরের জমিটুকুই সম্বল।

উপকারভোগীগণকে ছাগল প্রদানের আগে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী তাঁকে দুইটি মা ছাগল প্রদান করে। শেফালী রাণীর ছাগল দুটি প্রথমে প্রত্যেকটি তিনটি করে বাচ্চা প্রসব করে। দ্বিতীয় বার দুইটি মা ছাগল দুইটি করে চারটি বাচ্চা প্রসব করে। পরবর্তীতে সংস্থার কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে চারটি খাসি এবং তিনটি বাচ্চা মোট ১,০৩,০০০/- (এক লক্ষ তিন হাজার) টাকায় বিক্রি করেন। ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে তাঁদের থাকার জন্য একটি ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ঘর তৈরির প্রক্রিয়া চলমান।

বর্তমান প্রাপ্ত দুইটি মা ছাগল তৃতীয়বারের মত একটি তিনটি বাচ্চা ও অন্যটি দুইটি বাচ্চা প্রসব করে। বর্তমান বাজার মূল্যে বিক্রি করলে প্রায় লক্ষ্যধিক টাকায় বিক্রি হবে। শেফালী রাণী তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে যেয়ে খুবই আনন্দিত এ ছাগল পেয়ে। তাঁদের সংসারে এখন আনন্দের সুবাতাস প্রবাহিত হচ্ছে।

বিএনএফ হতে ২টি ভেড়া পেয়ে খুলনার শান্তি রায় এখন স্বাবলম্বী



খুলনার শান্তি রায় ও তাঁর ভেড়া

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার দেবীতলা গ্রামের একজন নারী শান্তি রায় (৫৫)। স্বামী স্বপন রায় শারীরিক সমস্যার কারণে পরিশ্রম করতে পারেন না। ফলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব শান্তি রায়ের কাঁধে এসে পড়ে। ছোট একটি বসতিভিটা ছাড়া তাঁদের আর কোনো জমিজমা নেই। একমাত্র ছেলে, অসুস্থ স্বামী এবং নিজে অন্যের জমিতে তরমুজ, ধান কাটা বা টেঁড়শ কাটার কাজ করে যৎসামান্য আয় হয়ে থাকে। যা দিয়ে সংসারের খরচ, ছেলের লেখাপড়া এবং স্বামীর চিকিৎসা চালানো প্রায় সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে খুলনা জেলার সহযোগী সংস্থা নাইস ফাউন্ডেশন ২০২২ সালে দেবীতলায় ‘অতি দরিদ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের নারীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন’ এ ভেড়া পালন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান পায়।

হতদরিদ্রদের ভেড়া প্রদানের আগে জরিপ করে ২০ জন হতদরিদ্রকে নির্বাচন করে। নির্বাচনের পর নাইস ফাউন্ডেশন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার মাধ্যমে তাঁদের ভেড়া প্রতিপালনের উপর

একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রত্যেককে ২টি করে ভেড়ি প্রদান করে।

দেবীতলার শান্তি রায় ২টি ভেড়ি পেয়ে তাঁর জীবনে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তিনি যত্নসহকারে ভেড়িগুলো পালন করতে থাকেন। নিয়মিত খাবার দেওয়া, পরিচ্ছন্নতা এবং চিকিৎসার দিকে নজর রেখে ভেড়িগুলো বড় করেন। পরিশ্রমের ফল হিসেবে প্রথম বছরেই দুটি ভেড়ি থেকে দুই দফায় মোট ৫টি বাচ্চা জন্ম নেয়। দলের নিয়ম অনুযায়ী তিনি একটি বাচ্চা অন্য সদস্যকে দেন, বাকি ৪টি বিক্রি করেন। সে অর্থ দিয়ে তিনি স্বামীর চিকিৎসা করান, ছেলের পড়াশোনা চালান এবং সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ মেটান। বর্তমানে শান্তি রায়ের ঘরে ১২টি ভেড়া/ভেড়ি রয়েছে। যার মধ্যে ৫টি গর্ভবতী। ভেড়া পালন করে শান্তি রায়ের অভাব কমেছে, ঘর মেরামত করেছেন এবং কিছু অর্থ সঞ্চয়ও করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তিনি নিয়মিত হাঁস-মুরগি পালনও করছেন। যা থেকে অতিরিক্ত আয় হচ্ছে।

একসময় যে নারী প্রতিদিন খাবার যোগাড়ের জন্য লড়াই করতেন, আজ শান্তি রায় একজন স্বাবলম্বী নারী এবং গ্রামের অন্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার প্রতীক। তিনি প্রমাণ করেছেন সুযোগ পেলে ও পরিশ্রম করে দরিদ্র নারীরাও নিজের জীবন ও পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন আনতে অবদান রাখতে পারেন।

শান্তি রায়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ভেড়া পালনের কাজকে আরো সম্প্রসারিত করে এটি তাঁর পরিবারের স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে গড়ে তোলা। পাশাপাশি তিনি গ্রামের অন্যান্য নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করতে চান, যাতে সবাই মিলেই আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

নলকূপ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন যশোরের উপকারভোগীগণ

বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করেন এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। এসব দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশেরই বিশুদ্ধ পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। অনেক নলকূপ আছে আর্সেনিক সমস্যা রয়েছে।



বিএনএফ কর্তৃক স্থাপিত নলকূপ

যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে গভীর নলকূপ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় তাহলে তাঁরা বিশুদ্ধ পানি পাবেন এবং রোগজীবাণু ও আর্সেনিকমুক্ত স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারবেন। এমন সমস্যার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ‘নবদিগন্ত সংস্থা’ এর মাধ্যমে ‘নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন নবদিগন্ত সংস্থাকে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে নবদিগন্ত সংস্থা যশোর জেলার অভয়নগর থানার নওয়াপাড়া পৌরসভার গুয়াখোলা গ্রামে, শ্রীধরপুর ইউনিয়নের শংকরপাশা গ্রামে এবং পায়রা ইউনিয়নের পায়রা গ্রামে তিনটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। প্রতিটি নলকূপের মাধ্যমে ১৫টি পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

তাছাড়া, আশপাশের অনেক মানুষও দূর-দূরান্ত থেকে এসে এসব নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে থাকেন। তাই এটি একটি সমন্বয়যোগ্য ও কল্যাণকর উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে দরিদ্র জনগণের মাঝে গভীর নলকূপ স্থাপনে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং উপকারভোগীগণের জীবনমান অনেক উন্নত হবে ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

বিএনএফ হতে ভ্যান পেয়ে ব্যবসা করছেন নড়াইলের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি উজ্জল

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২৩ সালে নড়াইল জেলার সহযোগী সংস্থা ‘দীপ্ত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ দুঃস্থদের মাঝে বিনামূল্যে ভ্যান বিতরণ কর্মসূচির প্রস্তাব করে। ভ্যান বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ঐ সংস্থাকে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। সংস্থাটি ৩ লক্ষ টাকা অনুদানে নড়াইল জেলার ১৪ জনকে ১৪টি পায়ে চালিত নতুন ভ্যান প্রদান করে।



বিএনএফ হতে পাওয়া ভ্যানে করে ফেরি করে ব্যবসা করছেন নড়াইলের উজ্জল।

নড়াইল জেলার সদর উপজেলার নড়াইল পৌরসভার ভওয়াখালী গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মো. উজ্জল। তাঁর পিতার নাম আ. ওহাব মোল্যা এবং মাতার নাম ফতেমা বেগম। ৩৫ বছর আগে উজ্জলের পরিবার দারিদ্র্যতার কষাঘাত থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার

আশায় পাশের মাগুরা জেলা থেকে নড়াইলে চলে আসেন। কিন্তু অভাব পিছু ছাড়েনি। উজ্জল মা-বাবার ১ম সন্তান। পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়াই উজ্জলের মায়ের বুকে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন বাসা বাধে। ছেলে একদিন বড় হয়ে লেখা-পড়া শিখে চাকরি করে সংসারের দায়িত্ব নিবে। সে দিন তাঁদের সংসারে অভাব থাকবে না। কিন্তু তা আর হলো না।

উজ্জলের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পেতে থাকে উজ্জল একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক প্রতিবন্ধী) ব্যক্তি। চলাফেরা করতে পারলেও শারীরিক গঠন প্রণালী সাধারণ মানুষের তুলনায় অস্বাভাবিক। ৩ ভাই ও ৩ বোনের মধ্যে উজ্জল বড়। ৩ বোনের মধ্য একজন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। ইতোমধ্যে উজ্জলের পিতা শারীরিক অসুস্থতার কারণে বিছানাগত হয়ে যায়। পিতা-মাতা ও ভাই-বোন দিয়ে উজ্জলের পরিবারে সদস্য সংখ্যা মোট ৮ জন।

পরিবার চলে মায়ের আয় দিয়ে। সীমিত আয় দিয়ে দিন আনে দিন খাওয়া সংসার তাঁদের। মায়ের আয়ে সংসার না চলায় উজ্জলও নেমে পড়ে জীবন সংগ্রামে। বিস্কুট, সিগারেট ও ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে ফেরি করে বিক্রি শুরু করেন। প্রতিদিন ১০০/১২০ টাকা রোজগার হয়। মায়ের আয় আর উজ্জলের আয় দিয়ে কোন রকম চলে তাঁদের সংসার। এক সময় উজ্জলের ২টি বোন পাশের গ্রামে বিয়ে হয়। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বোনটির বিয়ে দিতে পারেননি।

দুই কন্যা সন্তানের জনক উজ্জল বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা দীপ্ত সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের সাথে দেখা করে পরিবারের অবস্থা তাঁকে অবহিত করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উজ্জলের কথা শুনে তাঁকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে একটি পায়ে চালিত ভ্যানের ব্যবস্থা করে দেন। ভ্যান দিয়ে উজ্জল একটি দোকান ভ্যান বানিয়ে তাতে চা, বিস্কুট, সিগারেট, কলা, পাউরুটি, বাচ্চাদের খেলনা, চকলেট, ইত্যাদি ফেরি করে বিক্রি করতে থাকেন। এতে প্রতিদিন আনুমানিক ৭০০-৮০০ টাকা আয় হয়। প্রতিমাসে গড়ে ১৫-১৬ হাজার টাকা আয় হয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে উজ্জলের সংসারের অর্থনৈতিক অবস্থা। আয়ের একটি অংশ উজ্জলের স্ত্রী নিয়মিত ব্যাংকে জমা করেন এবং মেঝেপাকা করে একটি টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন। সেখানে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে বসবাস করছেন। উজ্জলের স্বপ্ন মেয়েকে পড়ালেখা শিখিয়ে শিক্ষিত বানাবে। উজ্জলের স্ত্রী বাড়িতে ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করে ও সবজির আবাদ করে সুখেই কাটছে উজ্জলদের জীবন।

বিএনএফ হতে সেমিপাকা ল্যাটিন প্রেলো যশোরের হতদরিদ্র পরিবার

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিশেষ বরাদ্দের বাজেট হতে ঝিকরগাছা ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (জেডিও)কে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। উক্ত অনুদান সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য জেডিও ৬নং ঝিকরগাছা ইউনিয়নের মল্লিকপুরি ঋষিপাড়া ও শ্রীরামপুর গ্রামের ৯০টি পরিবার এবং ৫নং পানিসারা ইউনিয়নের রাজাপুর ঋষিপাড়া ও কাউরিয়া গ্রামের ৭০টি পরিবারসহ মোট ১৬০টি পরিবারের সদস্যদের উপর জরিপ করে দেখা

যায় ৬নং বিকরগাছা ইউনিয়নের মল্লিকপুর গ্রামের ঋষিপাড়া ৬০টি পরিবার বসবাস করে। যার মোট লোকসংখ্যা ৩৭৬ জন। হিসাব করে দেখা যায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোকবসতি প্রায় ১২,০০০ জনের উপরে।

ঘিঞ্জি এবং ঘনবসতিপূর্ণ এ জনগোষ্ঠীর আনুমানিক ৫% পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তার অধিকাংশই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহারে করেন না। বাকি ৯৫% পরিবার খোলা জায়গায়, মাঠে, পুকুরপাড়ে, রেল-লাইনের ধারে, নদীর ধারে, বাঁশ বাগানে এমনকি সুযোগ বুঝে অন্যের ফসলি জমিতে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকেন। এমতাবস্থায়, সংস্থাটি জরিপ করে মল্লিকপুর গ্রামের ঋষিপাড়ায় হতদরিদ্র ও অতিদরিদ্র ১৬টি পরিবার নির্বাচিত করে। তাদের মধ্যে দুই বারে ১৬টি স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। ল্যাট্রিনগুলো ইটের গাঁথুনি দিয়ে প্লাস্টার করে তার উপর ৩২ মিমি রঙিন টিনের বেড়া ও সাদা টিনের ছাউনি এবং সিরামিকের প্যান ব্যবহার করা হয়েছে।



বিএনএফ এর অনুদানে যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা জেডিও কর্তৃক নির্মিত ভগবতী রাণীর স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন

তন্মধ্যে ১ম পর্যায়ের অনুদানের ৩ লক্ষ টাকায় ১০টি পরিবারে ১০টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। ভ্যাট ও ট্যাক্স বাদে প্রতিটি ল্যাট্রিনের নির্মাণ খরচ পড়ে ২৬,৬০৬/- টাকা। পরবর্তী পর্যায়ের অনুদানের ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকায় একইভাবে আরো ৬টি পরিবারে ৬টি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক পরিবারকে ল্যাট্রিন ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উপকারভোগী ও সাধারণ জনগণের মাঝে বিভিন্ন পদক্ষেপ যেমন উঠান বৈঠক, সচেতনামূলক লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়। ল্যাট্রিনগুলো যাতে সার্বক্ষণিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে তার জন্য প্রতিটি ল্যাট্রিনের সাথে ১টি বালতি, ১টি ব্রাশ, ১টি সাবানদানি, ১টি সাবান, হারপিকসহ সকল উপকরণ দেওয়া হয়।

ফলোআপে দেখা যায় ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীগণ নিয়মমারফিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন ও বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন। ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর তাঁরা সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করছেন। বর্তমানে উপকারভোগীসহ ঐ কমিউনিটির প্রায় সকলেই স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছেন। যার ফলে ঐ গ্রামে ডায়রিয়া, কলেরাসহ বিভিন্ন রোগবালাই হ্রাস পেয়েছে। ফলে অর্থেরও সাশ্রয় হচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে জেডিও'র মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছেন যশোর জেলার বিকরগাছা উপজেলার ৬নং বিকরগাছা ইউনিয়নের মল্লিকপুর ঋষিপাড়ার গোবিন্দ রায়ের স্ত্রী ভগবতী রাণী (৫২)। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি স্বামী গোবিন্দ রায়। তাঁদের কোন কৃষি জমি নেই। আছে মাত্র ৩ শতক ভিটাবাড়ি।

বর্তমানে তাঁর পরিবারে সদস্য সংখ্যা ১২ জন। তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ, ৫ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাড়িতে কোন প্রকারের টয়লেট ছিল না। বর্তমানে বিএনএফ এর অনুদানে জেডিও'র মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা ল্যাট্রিন পাওয়ায় তাঁর পরিবারের সদস্যগণ খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করার লজ্জা থেকে রেহাই পেয়েছেন। জেডিও সংস্থা ল্যাট্রিন ব্যবহারের নিয়ম শিখিয়েছে। যেমন- স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে ল্যাট্রিন যেতে হবে, ল্যাট্রিন থেকে বের হয়ে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করতে হবে, পায়খানা করার পর পর্যাপ্ত পানি ঢালাসহ ইত্যাদি। মল পরিষ্কারসহ ওয়াটার সিলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ঢেলে ল্যাট্রিন পরিষ্কার রাখছেন। উপকারভোগী ভগবতী রাণী বলেন, বর্তমানে আমরা আমাদের বাড়িঘর, বাড়ির উঠান ও বাড়ির আশ-পাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছি। ফলে আমাদের পরিবারের শিশু ও মহিলাদের রোগবালাই অনেক কমে গেছে। আশা করছি দিনে দিনে আমার পরিবারের সদস্যরা নিরোগ জীবনযাপন করবে। এখন তাঁর পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে। রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যাওয়ায় চিকিৎসা ব্যয় সাশ্রয় হচ্ছে।

বিএনএফ হতে মুরগি ও মুরগি পালনের ঘর পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন জামালপুরের আখিয়া বেগম



বিএনএফ হতে মুরগি ও মুরগি পালার ঘর পেয়েছেন জামালপুর জেলার আখিয়া বেগম।

গ্রামের দরিদ্র ও হতদরিদ্র মহিলারা তাঁদের সংসারিক কাজ শেষ করে অনেক অবসর সময় পেয়ে থাকেন। এ অবসর সময় অলসভাবে পার করে থাকেন। তাঁদের কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পাওয়ায় সংসারে মহিলারা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে পারেন না। দরিদ্র ও হতদরিদ্র মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সংসারে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য তাঁদেরকে মুরগি পালনের ঘর এবং মুরগি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জামালপুর জেলার সহযোগী সংস্থা 'আদর্শ সমাজ প্রযুক্তি সেবা সংস্থা'কে হতদরিদ্রদের মুরগি পালন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সহযোগী সংস্থা ২০২৪ সালের জুন মাসে ২১ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে। প্রত্যেক উপকারভোগীকে ৯২৮৫/- টাকা ব্যয়ে ১০টি করে দেশি মুরগি ও ১টি মুরগি পালনের ঘর বিতরণ করে। উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার, কৃষি অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উপকরণ পেয়ে উপকারভোগীগণ মুরগি ও ডিম বিক্রি করে সংসারের কাজে ব্যবহার করছেন এবং তাঁদের পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ

হচ্ছে। অনেকে মুরগি ও ডিম বিক্রির টাকা সঞ্চয় করছেন এবং ছাগল কিনেছেন।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার নগর গ্রামের উপকারভোগী আছিয়া বেগম। ২০২৪ সালের জুন মাসে 'আদর্শ সমাজ প্রযুক্তি সেবা সংস্থা' তাঁকেও ১০টি করে দেশি মুরগি ও ১টি মুরগি পালনের ঘর প্রদান করে। মুরগি লালন-পালন করে মুরগি ও ডিম বিক্রির টাকা জমিয়ে ২০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়েছেন এবং একটি ছাগল কিনেছেন। সে ছাগল থেকে ২টি বাচ্চা হয়েছে। বর্তমানে ছাগল ও ২টি বাচ্চার বাজার মূল্য প্রায় ২৫-২৭ হাজার টাকা। ছাগলগুলো কিছুদিন পালন করে বড় হলে তা বিক্রি করে বকনা বাছুর কিনবে বলে আছিয়া বেগম পরিকল্পনা করেছেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

নিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	৪৭	১,৪৩৪	১৪৭.০০	৩৪	৬৮৩	১,৪১২	১,৭৭২
২	গাভি প্রদান	২৫	১৫৪	৮৭.৫০	২৩	১৩১	৪১১	৪৬৮
৩	ভেড়া প্রদান	৫	২৪৪	১৭.০০	১১	১১১	২১৭	১৮৪
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন বিতরণ	১৭	৩৫৯	৫৭.০০	০	৩৫৯	৫৪৩	৮৫৬
৫	স্যানিটেশন ও গভীর নলকূপ স্থাপন	১২	১১২	৩২.০০	০	১১২	২৩২	২৯৭
৬	পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান	৪	৫৬	১৫.০০	৫২	৪	১০৫	১০৬
৭	প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন	৩	৯৩	১১.০০	৩৬	৪৮	১৬৮	১৬৫
৮	অন্যান্য	১০	৪৬১	৩৪.০০	১৮০	১৩৬	৬১৭	৩৯৬
	মোট	১২৩	২,৯১৩	৪০০.৫০	৩৩৬	১,৫৮৪	৩৭০৫	৪,২৪৪

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	১৫	৪২০	৩৪	২৩	১৮৭	৪৬৯	৬৩৬
২	গাভি প্রদান	২৫	১২১	৫৯	২২	৯৯	৩৪০	৪৯৪
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট স্থাপন	২৪	১৭৩	৫৬	২৬	১৪৭	৪০০	৫৯৮
৪	গভীর নলকূপ স্থাপন	৭	৬৩	২০	১৮	৪৫	১৪৬	২৪২
৫	পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান	৩	২৪	৮	২৪	০	৯৬	৪৮
৬	অন্যান্য	১	১৩	৩	১১	২	৪৪	২৬
৭	মোট	৭৫	৮১৪	১৮০.০০	১২৪	৪৮০	১,৪৯৫	২,০৪৪

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং অত্র ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসে ৩টি সভার মাধ্যমে ২০০টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১২৫টি সংস্থার মধ্যে ৪ কোটি ৫০ হাজার টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৭৫টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
০২২২৩৩১৫৩২৭, ০২২২৩৩১৫৩২৮, ০২২২৩৩১৫৩২৯
Web : www.bnf.gov.bd
E-mail : info@bnf.gov.bd
www.facebook.com/bangladeshngofoundation

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৬৪টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ২৮টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ৯২টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান নিম্নরূপ :

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
অতি উত্তম	০৬
উত্তম	২
সন্তোষজনক	০
প্রক্রিয়াধীন	৮৪
স্থগিত	০
মোট	৯২

তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১৭৭টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২১৩.৯২ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ১ লক্ষ ৫ হাজার (মহিলা ৬২.৮৫ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.২০ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮৭.৩০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯টি
- * অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৮৩টি এবং ৫টি বিশেষ সভা
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৬ জন

বুক পোস্ট